R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে সেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২৬শে জুন, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

সাট্টার সর্বনাশা আগুন সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে
জঙ্গিপুর পুর শহরের মানুষও তার কবলে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জেলা কংগ্রেস সভাপতি, বিধায়ক, বিধানসভার বিরোধী নেতা অতীশ সিংহ ও বহরমপুরের বিধায়ক ময়ারাণী পাল বহরমপুর থানার সামনে গত ৭ জুন সাট্টার কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার দাবী নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন ও সাট্টাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার দাবী জানান। বিক্ষোভে তাঁরা পুলিশ সাট্টার সঙ্গে সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ জানান। খবর অতীশ সিংহ এ ব্যাপারে শীঘ্রই পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হতে মনস্থির করেছেন। বহরমপুরে সাট্টার ব্যবসা এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে সাট্টাবাজদের পাল্লায় পড়ে বহু মানুষ তাঁদের সর্বস্ব খুইয়ে পথে বসেছেন। সবরকম রাজ্য লটারীর প্রথম স্থানাধিকারীর টিকিটের শেষ নম্বরের উপর যে টাকা ধরা হবে, তা মিললে সেই লোককে আট গুণ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে তাৎক্ষনিক লোভে শত শত মানুষ সাট্টা খেলতে গিয়ে সব হারাচ্ছেন। বহু ছোট ছোট চা পানের (৩য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে হাত দিচ্ছে পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ খুব শীঘ্র জঙ্গিপুর পুরসভা পুর এলাকার দু'পারেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিচ্ছে বলে জানা যায়। এ সব কাজে আনুমানিক সাড়ে ন' লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। গত ২৫ জুন পুরসভায় এ ব্যাপারে টেণ্ডার করে কাজ বিলি করা হয় বলে খবর। প্রত্যেকটি কাজ ঠিকাদারদের আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ করবার জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হলেও এই বর্ষার মরশুমে উন্নয়ন কাজে বাধা আসবে বলে বহু ঠিকাদার আমাদের জানান। কাজগুলির মধ্যে প্রায় পনের বছর পূর্বে মন্ত্রীর শিলান্যাস করা মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে জঙ্গিপুরের প্রথম চেয়ারম্যান কৃষ্ণবল্লভ রায়ের নামে পার্কটিও আছে প্রায় সাড়ে ন' লক্ষ টাকার সিংহভাগ (প্রায় পাঁচ লক্ষ) ব্যয় করা হবে শহরের রাস্তাঘাট সংস্কার, পার্ক নির্মাণ ও কবরডাঙ্গার বাউণ্ডারী ওয়ালে। রঘুনাথগঞ্জের প্রধান রাস্তা ছাড়া বাজারপাড়া ও ডোমপাড়া হয়ে সিনেমা হাউসের রাস্তাটি এবং আইলের উপরের মসজিদ (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

দু'পাশের ফেলা মাটিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে বাস চলাচল বন্ধ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর ভায়া সাগরদীঘি রাস্তায় মনিগ্রাম থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত দু'পাশে বর্ষার মুখে মাটি ফেলায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ। গত ১৯ জুন থেকে নিম্নচাপের ফলে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঐ মাটি ধুয়ে রাস্তার উপর পড়ে সমস্ত রাস্তাকে পিচ্ছিল করে তুলেছে। পিচ্ছিল রাস্তায় চাকা না ঘোরায় ও ব্রেক না ধরায় দুটি ট্রাক পাল্টি খায়। কোন বাস বা টেম্পো, ট্রেকার চলতে পারছে না কয়েকদিন থেকে সমস্ত যাত্রীবাহী বাসগুলি সাগরদীঘি—মনিগ্রাম চলাচল করছে না। পিচ্ছিল রাস্তায় গরু পাচারের ফলে রাস্তাটি আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য ৯৪ সালে রাস্তার বেহাল অবস্থা হয় এই ভাবেই মাটি ফেলায়। তবুও পিডাব্লুডি কেন বর্ষার মুখে এভাবে মাটি ফেললো তা বুঝতে পারছে না গ্রামবাসীরা।

ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলে বাধ্যতামূলক হিন্দি চালু করায় অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাংলা, ইংরাজীর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দি ভাষা চালু করায় গত ১ মাস থেকে অভিভাবক ও ছাত্র সংগঠনগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। গত ২০ মে ৭ ঘণ্টা প্রিন্সিপ্যালকে ঘেরাও করা হয়। ১০ জুন বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিলেও অচলাবস্থা কাটেনি। এখন গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। স্কুল খুললে বিক্ষোভ চলবে পুরোদমে বলে খবর। এতে স্কুল বন্ধও হয়ে যেতে পারে বলে অভিভাবকরা আশংকা করছেন। জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে স্থানীয় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতিও (এ, পি, ডি, আর) বিক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং সকল স্তরের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বিদ্যুৎ বিলের বিড়ম্বনায় গ্রাহকরা বিব্রত

সাগরদীঘি ঃ এই থানার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস থেকে কোন বিদ্যুৎ বিল পাননি। হঠাৎ ১৭ জুন বিল এলে দেখা গেল জুন জুলাই আগষ্টে প্রতি মাসে বিল হয়েছে ১৯৭ টাকা করে। বিলের অঙ্ক দেখে গ্রাহকরা বিব্রত। এত টাকা করে বিল গরীব গ্রাহকরা দেবেন কি করে? এ ছাড়াও মনিগ্রামের রাধাকান্ত কালিদহ, অমিয় মুখোপাধ্যায়, আশিস অধিকারী ও কমলারঞ্জন প্রামাণিকের নামে বিল এসেছে বেয়ারিং ডাকে। যার ফলে তাঁদের ২ টাকা করে ডাক খরচ দিয়ে বিল নিতে হয়েছে। এই সব অব্যবস্থায় গ্রাহকরা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ মস্তানদের হাতে ॥

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, সম্প্রতি স্থানীয় সদরঘাটে জঙ্গিপুর বাবুবাজারের ভাঙরি ব্যবসায়ী দুই ভাই উত্তম সাহা ও গৌতম সাহা স্থানীয় মস্তানদের দ্বারা গুরুতরভাবে জখম হইয়াছেন। এই ঘটনা শহরবাসীদের অবশ্যই চিন্তার কারণ।

উক্ত ঘটনার দিন প্রত্যুষে উত্তম ও গৌতম ভ্যানে ভাঙরি লইয়া সদরঘাট পার হইয়া রঘুনাথগঞ্জ শহরের দিকে আসিতেছিলেন। তখন সদরঘাট এলাকার বাসুদেব দাস ও প্রবীর দাস (ওরফে চনা) নাকি ভাঙরি মালের জন্য দুই হাজার টাকা উক্ত ব্যবসায়ী দুই ভাইয়ের নিকট দাবী করে। সে টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলে দুষ্কৃতীরা উত্তমের মাথায় ডাণ্ডা মারে এবং গৌতমকে প্রহার করে। ভ্যান-চালক বাধা দিতে গিয়া আহত হন। উত্তম সাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে তাঁহাকে বহরমপুর হাসপাতাল ও তথা হইতে কলিকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ব্যবসায়ী দুই ভাইকে এবং ভ্যানচালককেও আহত করিয়া উক্ত দুষ্কৃতীদ্বয় গা ঢাকা দেয়। খবরে জানা যায় যে, উত্তম ও গৌতমের মালদহে বাসনের দোকান আছে। তাঁহারা ভাঙরির ব্যবসাও করেন।

প্রকাশ যে, ঘটনার পর বাসু ও চনার বাড়ীতে পুলিশ তল্লাসী চালায় এবং তাহা-দিগকে না পাইয়া বাড়ী ভাঙচুর ও আসবাব-পত্র তছনছ করে। সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত পুলিশ এই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করিয়াছে এমন খবর পাওয়া যায় নাই।

আরও জানা যায় যে, রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট এলাকায় কিছু দুষ্কৃতী কিছুদিন ধরিয়া সক্রিয় রহিয়াছে। তাহারা 'দুনম্বরী' ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে 'তোলা' আদায় করিয়া থাকে। ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় সেই সব ব্যবসায়ীরা উক্ত মস্তানদের চাহিদাও পূরণ করিয়া থাকে। কিন্তু উল্লেখিত ব্যবসায়ী সাহা ভ্রাতৃদ্বয় মস্তানদের দাবী পূরণ না করিয়া তাহাদের শিকার হন।

খবরে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট এলাকায় কিছু অসুস্থ মানসিকতার যুবক অনেকদিন ধরিয়া বিভিন্ন অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রশাসনিক তরফের নিষ্ক্রিয়তায় এই এলাকার অনেকেই ক্ষুব্ধ। আরও প্রকাশ যে, উক্ত দুই মস্তান নাকি কোনও রাজনৈতিক আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া আছে।

অবশ্য রাজনৈতিক আশ্রয়ে দুষ্কৃতীদের থাকার ব্যাপার ত আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়িয়া। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কার্য-সিদ্ধির জন্য আজকাল মস্তানদের বাহুবলের প্রয়োজন বোধ হয়, হইয়া থাকে। ইহার প্রভাবে সমাজ যে ক্রমশঃ এক অবক্ষয়ের পথে চলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদোন্নতির লালসায় অথবা নানা ঝামেলার আশঙ্কায় প্রশাসনকে কোনও ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দলের মর্জিমাফিক চলিতে হয় তাই এখন সর্বত্র মস্তানদের রমরমা কারবার। রঘুনাথগঞ্জ শহরে মস্তান-দৌরাত্ম্য অব্যাহত গতিতে চলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রিন্সিপ্যাল ঘেরাও প্রসঙ্গে

গত ৫ জুন ১৯৯৬ প্রকাশিত "জঙ্গিপুর সংবাদ" এ ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানে "ব্যারেজ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ঘেরাও" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। এ্যাডমিশন টেষ্টের ফলা-ফলের ভিত্তিতে এখানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। যে ৩১ জন (৩২ জন নয়) ব্যারেজ কর্মীদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়নি বলা হয়েছে তারা সকলেই নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েছে। আর যে ১৭ জনকে (২১ জনকে নয়) বহিরাগত বলা হয়েছে তারা এখানকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারী অফিস, ষ্টেট ব্যাংক, সি. আই. এস. এফ. থানা পোষ্ট-অফিস, সি. ডব্লু. সি., ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং আর. পি. এন. এন-এ কর্তব্যরত কর্ম্মচারীদের ছেলে-মেয়ে। পাশ করা ব্যারেজ কর্ম্মচারীদের ছেলেমেয়েদের ভর্তির সুযোগ দিয়ে যে কয়টি আসন খালি থাকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয় পরিচালক কমিটির সুপারিশ অনুসারে তাদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানে এতদিন ৪ (চার) টি সেকসন চালু ছিল। শিক্ষকের অভাবে এ বছর একটি মাত্র সেকসন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাকী ৩টি সেকসন চালু আছে। সুতরাং ১টি মাত্র সেকসন চালু করায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা ঠিক নয়।

গৌরীপ্রসন্ন সিংহ রায়, প্রিন্সিপ্যাল
ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট
হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল

বহু বিতর্কিত রঘুনাথগঞ্জ ব্যসষ্ট্যাণ্ড তৈরী হচ্ছে বলে খবর।—বেটার লেট দ্যান নেভার।

* *

ফরাক্কা থানায় ও সমসেরগঞ্জ থানায় নকল ঠাণ্ডা পানীয় তৈরীর রমরমা কারবার—সংবাদ।

—কোন্‌টা আসল পাবেন? সবতেই ত ভেজাল। মানুষও নকল হতে লেগেছে। না ত এত মস্তান দেশে হয়? এখন নকলই আসল।

* *

'ভোটপর্বে নানা দলে কত মন কষাকষি,
কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়তে ভালবাসার রশি'

—কিত্‌না বদল্‌ গয়া ইনসান!

* *

বেগম হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। খবর। —পিতৃহারা কন্যার এতদিনের সংগ্রামে হাসি না থাকার এবার হাসি ফুটবে।

* *

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রয়াত রাজীব গান্ধীর শাসনকালের পর এইচ ডি দেবগৌড়ার নেতৃত্বে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার সবচেয়ে শক্তিশালী।

—তা হলে তেরো দলের এক পার্বণ বলতে হবে!

* *

চিনির বিক্রি ব্যবস্থা অবাধ হচ্ছে?

—তা হয়ত হচ্ছে; তবে দরও অবাধ হবে নিশ্চয়ই।

খরা মোকাবিলায় পুকুর সংস্কার

সাগরদীঘি: সেচের সুবিধার্থে ও খরা মোকা-বিলায় মনিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার চাঁদপাড়া মৌজার কেসরা নামে মজা পুকুরটির সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছেন মনিগ্রাম গ্রাম-পঞ্চায়েত। এই পুকুর সংস্কারের জন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত প্রধান রামকুমার ভকত জানান। সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান মজা পুকুরটি সংস্কার হলে মৎস্য চাষ বাড়ানো ও কৃষি জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হবে। ফসল উৎপাদনও বাড়বে।

সারা ভারত ছাত্র ব্লকের ভর্তি সমস্যা নিয়ে আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সারা ভারত ছাত্র ব্লক রঘুনাথগঞ্জ ইউনিট ছাত্র ভর্তি সমস্যা নিয়ে গত ২০ জুন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এক দাবী সনদ পেশ করে। তাদের ৫ দফা দাবীগুলির মধ্যে ছিল সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে হবে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিভাগ চালু করতে হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে কোন অনুদান বাধ্যতা-মূলক করা চলবে না। শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস নিতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রাতঃ বিভাগ খুলেও সমস্যা মিটাতে হবে। সমস্ত ছাত্র ভর্তির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ বিদ্যালয় উত্তর দিতে ৭ দিন এবং বালিকা বিদ্যালয় ১০ দিন সময় নিয়েছেন বলে খবর।

সাট্টার সর্বনাশা আগুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দোকান, ষ্টেশনারী দোকানের মালিকরা এই সাট্টায় টাকা ধরে লোকসানের ধাক্কায় দোকান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন এমন খবরও পাওয়া গেছে। শহরের এই বিপদ দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। তারা মাঝে মাঝে লোক দেখানো অভিযান চালিয়ে দু'চারজন সাট্টা ডনদের আটক করলেও, প্রমাণ অভাব দেখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। শহরের মানুষের অভিযোগ এই সব সাট্টাবাজদের সঙ্গে পুলিশের গোপন আঁতাত রয়েছে। পুলিশের বেশ কিছু কর্মী এদের কাছ থেকে মাসিক টাকা পায় বলে অভিযোগ উঠেছে। জেলার বিভিন্ন শহরেও সাট্টার ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কিছুদিন থেকে জঙ্গিপুর পুর শহরেও এ ব্যবসার রমরমা দেখা দিয়েছে। খবর এপার ওপারের লটারী টিকিট বিক্রির অনুমোদিত দোকান-গুলিতেই টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সাট্টা খেলা চলছে। এ ছাড়াও জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড, ফুলতলা, মিঞাপুর, উমরপুরের চা, পান, তেলেভাজার দোকানগুলিও সাট্টা খেলার গোপন ঠেক। পুলিশ সব জেনেও বিশেষ কারণে চোখ বুজে না জানার ভান করছে। মাঝে দু'একবার লটারীর টিকিট বিক্রির দোকানগুলিতে যে পুলিশ হানা দেয়নি তা নয়, কিন্তু রহস্যজনকভাবে দোকানগুলি পুলিশী হানার খবর নাকি আগেই পেয়ে সাবধান হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সাট্টার সর্বনাশা নেশায় স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন উপায়ে রোজগার করা টাকা সাট্টাবাজদের হাতে তুলে দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সাট্টাবাজরা জোর কদমে এই সব ছাত্র-যুবকদের পথের ভিখারী করে ছাড়ছে। বেকার যুবকরা মাস্তান ছিনতাইবাজ হয়ে পড়ছে। জঙ্গিপুর শহরে ২ নম্বর কারবারী এমনিতেই বেশী, যারা গোপন-ভাবে সাইকেলে, রিক্সাভ্যানে বাংলাদেশে মাল পাচারের ব্যবসা করে। এই সব মস্তানরা তাদের আটকিয়ে টাকা পয়সা আদায় করে সাট্টা খেলছে। টাকা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে খুনোখুনি মারামারিও হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন সজাগ না হলে শহরে বিপদজনক পরিস্থিতি দ্রুত বাড়বে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৪—১৯ জুন স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় পঃ বঃ প্রাঃ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অরুণ দাস, অখিল ভারত প্রাঃ শিক্ষক সংঘ ও বিশ্ব শিক্ষক সংঘের সহায়তায় ৩৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির চালনা করেন। উদ্বোধন করেন রঘুনাথগঞ্জ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুবোধ ভদ্র। রিসোর্স পার্সন হিসাবে প্রশিক্ষণ দেন রাজ্য সম্পাদকদ্বয় শক্তিপদ মণ্ডল ও বিশ্বনাথ মালিক এবং কান্ত দে। সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন রাজ্য সদস্য জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। প্রথম দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীত পরি-বেশিত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক কমলারঞ্জন প্রামাণিক। সভাপতি তাঁর ভাষণে জঙ্গিপুরের সুসন্তান দাদাঠাকুরের নাম স্মরণ করে তাঁর সহজ সরল শিক্ষাদান পদ্ধতির উল্লেখ করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

বাড়ীর ভিত সমেত জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগরে সদর রাস্তার ওপর চতুর্দিক ফাঁকা ৫ কাঠা চতুষ্কোণ জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—

হীরেন্দ্রনাথ দাস (ষষ্ঠী)

রঘুনাথগঞ্জ (ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে)

৬ই জুলাই, শনিবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ

সংগীতে, নৃত্যে ও কবিতায়

বরষা-বরণ উৎসব

অংশ গ্রহণে ঃ **রবি-মঞ্চ সংগীত বিদ্যালয়**

বিশেষ অতিথি শিল্পী

সুপ্তি মুখোপাধ্যায় (বেতার, কলিকাতা)

সংগীত পরিচালনা ঃ দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান—রবীন্দ্রভবন (রঘুনাথগঞ্জ)

* প্রবেশ অবাধ *

সৌজন্যে—**রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়**

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৫ জুন, ১৯৯৬

ইচ্ছা হয় কোন দূর প্রান্তরের কোলে গিয়ে

শ্যামাপোকাদের ভিড়ে—কাশমাখা সবুজ শরতে

বসে থাকি, আবার নতুন করে গড়ি সব।

আবার নতুন করে গড় তুমি,

.....এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাক

কাঁচপোকা মাছরাঙা পানকৌড়ি দোয়েল চড়াই।

—জীবনানন্দ দাশ।

Memo No. 258 (29)/Inf./Msd. Date 13. 6. 96

পৌর এলাকার রাস্তার দুরবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পৌরসভার প্রায় রাস্তার অবস্থাই খারাপ। রাস্তার পীচ উঠে যাওয়ায় খানাখন্দ হয়ে রিক্সা প্রভৃতি যান চলাচল দুষ্কর। শুধুমাত্র সেতুর শিলান্যাস করতে জ্যোতিবাবু ডাকবাংলোয় কিছুক্ষণ থাকার সুবাদে ফুলতলা-ম্যাকেঞ্জীপার্ক হয়ে ডাকবাংলো রাস্তাটি ঝকঝকে হয়েছে। জঙ্গিপুর পারে বিশেষ করে ধনপতনগর, রাধানগর যাবার রাস্তাটি ধস নেমে এমন অবস্থা যে মানুষ চলাচল করতেও অসুবিধা হচ্ছে। দুই রাস্তার সংযোগে নদীর খালের উপর কয়েক বৎসর আগেও যে বাঁশের মাচান তৈরী হয়েছিল তাও অতি জীর্ণ। ওর উপর দিয়ে মানুষজনকে প্রাণ হাতে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বাবুবাজার, জয়রামপুর যাবার পথের কালভার্টটিও ভেঙ্গে পড়েছে, সেটি মেরামতেরও কোন প্রচেষ্টা পুর কর্তৃপক্ষ নেননি। কেন এ ব্যাপারে এত উপেক্ষার মন নিয়ে চলেছেন তা বোঝা দুষ্কর। নাগরিকরা পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও তাঁদের সচেতন করে তুলতে পারছেন না।

গ্রাহকরা বিব্রত (১ম পৃষ্ঠার পর)

খুবই বিব্রত। উল্লেখ্য এ ধরনের অভিযোগ উঠছে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের সম্বন্ধেও। স্থানীয় ফাঁসিতলা ওয়ার্ডের বহু বাড়ীতে গত ১ বছর ধরে মিটার রিডিং না নিয়ে মিনিমাম এ্যামাউন্টের বিল পাঠানো হচ্ছে। এর ফল আপাত মধুর হলেও ভবিষ্যতে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে বলে গ্রাহকরা অভিযোগ করেন। যেখানে মিনিমাম চার্জ ১২০/১৫০ ইউনিট ধরা হয়েছে, সেখানে কিন্তু মিটার রিডিং চলছে প্রায় ২০০ ইউনিট করে। ফলে সারা বছরে এই ডিফারেন্স দাঁড়িয়ে গিয়েছে ৪০০/৫০০ ইউনিট। এর ফলে স্ল্যাব ফাইন অযথা লাগবে গ্রাহককেই। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের সম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা করছেন বলে মনে হয় না।

হাত দিচ্ছে পুরসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের মধ্যে আছে। এছাড়া বালিঘাটা ও ছোটকালিয়ার কবরডাঙ্গার বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ ; আমবাগান কলোনী, ৪ নং ওয়ার্ডে জুম্মাথানের বাড়ীর নিকট, ১ নং ওয়ার্ডে রাজপাড়ায় এবং ১০ নং ওয়ার্ডের ডিহিপাড়ায় গার্ড ওয়ালও তৈরী হবে। ২ নং ওয়ার্ডে সিন্দুরাতলা রাস্তাটিরও সংস্কার হবে। এপারে প্রতাপপুর কলোনী ও ওপারের ৬ নং ওয়ার্ডের ফুলবাড়ীতে ড্রেনেরও নির্মাণ কাজ ছাড়াও ১০ নং ওয়ার্ডে ফেমাস টেলারের দোকান থেকে পুষ্করিণী পর্যন্ত ড্রেনের কাজও তালিকায় আছে।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321
Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad

হিন্দি চালু করায় অসন্তোষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আবেদন জানিয়েছেন। অন্য দিকে একাদশ শ্রেণী কলা বিভাগে এতদিন একশোরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করলেও এ বৎসর ষাটজনের বেশী ভর্তি করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এর ফলে স্থানীয় কিছু ছাত্র-ছাত্রী ঐ শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ব্যারেজ স্কুল ছাড়া এই ব্লকে নয়নসুখ স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে পড়ানো হলেও ব্যারেজ থেকে এর দুরত্ব অনেকটা। বৎসর বৎসর যেখানে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে সেখানে ব্যারেজ স্কুলের এই ধরনের সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী সবিতারাণী দাস, স্বামী শ্রীশিবশঙ্কর দাস, সাং জঙ্গিপুর (হরিসভা) থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে আমি ও আমরা ভগ্নী চতুষ্টয় আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধুনা রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী মৃত শ্যামাপদ দাসের পুত্র অরুণকুমার দাস মহাশয় বরাবর গত ইং ২২/১১/৯৪ তারিখে যে খাস আমমোক্তার-নামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম, উক্ত আমমোক্তারনামা আমি বাতিল করিয়া দিয়াছি। উপরোক্ত খাস আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উক্ত অরুণকুমার দাস মহাশয় আমার পক্ষ হইতে আমার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার কার্য্যাদি করিতে পারিবেন না এবং করিলেও তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।
কার্ডস ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ, ফোন—৬৬২২৮

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।